আইন সমৃদ্ধকরণে
আইন কমিশন

প্রতিবেদন

শিশু আইন, ২০১৩: সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি

১৬ নভেম্বর ২০২৫

প্রতিবেদন

শিশু আইন, ২০১৩
সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি

১৬ নভেম্বর, ২০২৫

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০
www.lc.portal.gov.bd

শিশু আইন, ২০১৩: সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	১
২. ‘শিশু আইন, ২০১৩’ প্রণয়নের উদ্দেশ্য	২
৩. ‘শিশু আইন, ২০১৩’ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ	২
৪. গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
৫. গবেষণা পদ্ধতি	৩
৫.১. মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	
৫.১.১. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুর পরিদর্শন	৪
৫.১.২. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর পরিদর্শন	৫
৫.১.৩. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর হতে তথ্য সংগ্রহ	৬
৫.১.৪. সেফ হোম পরিদর্শন	৭
৫.১.৫. রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন	৮
৫.২. বিভিন্ন দেশে শিশু আইন	
৫.২.১ ভারত	৮
৫.২.২. পাকিস্তান	৯
৫.২.৩. অন্যান্য দেশ	৯
৫.৩. অংশীজনের মতামত	১০
৬. সংশয়, বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতি	
৬.১. শিশুর সংজ্ঞা	১১
৬.২. শিশু আদালত গঠন	১১
৬.৩. অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়	১৩
৬.৪. অপরাধ আমলে গ্রহণ	১৪
৬.৫. গ্রেফতার ও তৎপরবর্তী পদক্ষেপ (মুক্তি, জামিন ইত্যাদি)	১৪
৬.৬. তদন্ত পর্যায়ে বিভিন্ন আবেদন নিষ্পত্তি	১৫
৬.৭. শিশুর বয়স নির্ধারণ	১৬
৬.৮. শিশু আদালতের ক্ষমতা বা এখতিয়ার	১৬
৬.৯. প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর পৃথক বিচার	১৭
৬.১০. আইনগত প্রতিনিধিত্ব	১৭
৬.১১. প্রবেশন কর্মকর্তার স্বল্পতা	১৭
৬.১২. নিরাপদ স্থানের অভাব	১৮
৬.১৩. শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড	১৮
৬.১৪. বিধিমালার অভাব	২২
৭. কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ	২৩
৮. উপসংহার	২৫

শিশু আইন, ২০১৩: সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি

১. ভূমিকা:

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আগামীতে এই শিশু দেশের নেতৃত্ব দিবে, দেশ গড়ে তুলবে। কাজেই, সকল ক্ষেত্রে শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংবা না বুঝে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। কোমলমতি এই অবুঝ শিশুদের যদি আমরা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সাথে একত্রে বিচার করি এবং কারাগারে রাখি তাহলে তা শিশুর মনস্তাত্বিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এ কারণে সারা বিশ্বে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সেবা-যত্ন নিশ্চিত করাসহ সকল শিশুর অধিকার, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পৃথক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, শিশু আইন বা শিশুর জন্য আইন নতুন কোনো ধারণা নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পূর্ব হতেই এ ধরনের আইনের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রে শিশুর অধিকার সুরক্ষায় আইনি কাঠামোর সূত্রপাত হয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতীয় আমলে। ১৮৭৬ সালে 'The Reformatory Schools Act, 1876' প্রণয়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে ১৮৯৭ সালে পরিবর্তন করে 'The Reformatory Schools Act, 1897' প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত প্রচলিত কারাদণ্ডের পরিবর্তে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত কিশোর অপরাধীদের পৃথক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং একটি কাঠামোগত পরিবেশে সংশোধন, সংস্কার ও পুনর্বাসন করা। পরবর্তীতে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের কিশোর অপরাধীদেরকে সংশোধনের পাশাপাশি সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে 'The Bengal Children Act, 1922' প্রণয়ন করা হয়, যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পরও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একইভাবে প্রচলিত ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আইনটি 'Laws Continuance Enforcement Order, 1971' দ্বারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অধিক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে 'The Reformatory Schools Act, 1897' এবং 'The Bengal Children Act, 1922' বিলুপ্ত করে 'The Children Act, 1974' প্রণয়ন করা হয়।

শিশুদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮৯ সালে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' নামীয় একটি আন্তর্জাতিক সনদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, যা ১৯৯০ সালে কার্যকর হয়। উক্ত সনদ বাংলাদেশ কর্তৃক ২৬ জানুয়ারী ১৯৯০ তারিখে স্বাক্ষরিত এবং ৩ আগস্ট ১৯৯০ তারিখে অনুসমর্থিত হয়। ফলে উক্ত সনদে শিশুদের জন্য নির্ধারিত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উপর কিছু বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' এবং ''শিশু আইন, ২০১৩' (২০১৩ সনের ২৪নং আইন)' প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত আইন প্রণয়নের পর আইনটিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে 'শিশু (সংশোধন) আইন, ২০১৮' দ্বারা আইনটিতে বেশ কিছু সংশোধন আনয়ন করা হয়। এতদসত্বেও আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনো বেশ কিছু সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

২. ‘শিশু আইন, ২০১৩’ প্রণয়নের উদ্দেশ্যঃ

‘শিশু আইন, ২০১৩’ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল -

- The Children Act, 1974 প্রতিস্থাপন,
- বাংলাদেশের আইনি কাঠামোকে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের (UNCRC) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা,
- আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিচার ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং
- আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত, আইনের সংস্পর্শে আসা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩. ‘শিশু আইন, ২০১৩’ এর বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

‘শিশু আইন, ২০১৩’ পর্যালোচনায় নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

৩.১. আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করার লক্ষ্যে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই আইন অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু (ধারা ৪)।

৩.২. প্রতিটি জেলা সদরে আলাদা শিশু আদালত স্থাপনের বিধান রয়েছে [ধারা ১৬(১)]। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নিজ অধিক্ষেত্রে শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [ধারা-১৬(২)]।

৩.৩. আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশু কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের সময়কে প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে [ধারা ২০]।

৩.৪. আইনটির তৃতীয় অধ্যায়ে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যান বোর্ড গঠণের বিধান রয়েছে।

৩.৫. এই আইনে প্রতিটি থানায় আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের বিষয়ে বিভিন্ন আইনগত কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনে শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত শিশু বিষয়ক ডেস্কের দায়িত্বে এমন একজন পুলিশ কর্মকর্তা থাকবেন যিনি সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নন এবং তিনি শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা মর্মে অভিহিত হবেন। এক্ষেত্রে কোনো থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকলে শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে অগ্রাধিকার পাবেন [ধারা ১৩(১)]।

৩.৬. পুলিশ রিপোর্ট (Investigation Report) বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন (Inquiry Report) বা তদন্ত প্রতিবেদন (Enquiry Report) পৃথকভাবে প্রস্তুত ও আমলে গ্রহণ [ধারা ১৫]

৩.৭. কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করার পর, মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুতক্রমে শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের জন্য শিশু আদালতে এবং প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন বিচারিক আদালতে প্রেরণ [ধারা ১৫ক]

৩.৮. শিশু আদালতের গঠন ও এর কার্যাবলী প্রসঙ্গে ধারা ১৬ হতে ৪৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.৯. শিশুর গ্রেফতার, তদন্ত, বিকল্প পন্থা (Diversion), এবং জামিন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে [ধারা ৪৪-৫২]

৩.১০. আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সহায়তা নিশ্চিতকরণে কতিপয় বিধান রয়েছে [ধারা ৫৫-৫৭]

৩.১১. আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা ক্ষেত্রমত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জন্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার বিধান রয়েছে [ধারা ৫৮]

৩.১২. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধান রয়েছে [ধারা ৫৯-৬৯]

৩.১৩. শিশু সংক্রান্ত কতিপয় কার্যক্রমকে বিশেষ অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে তার জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে [ধারা ৭০-৮৩]

৩.১৪. আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প পরিচর্যার বিধান রাখা হয়েছে [ধারা ৮৪]

৩.১৫. সুবিধাবঞ্চিত শিশু হিসেবে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে তার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে [ধারা ৮৯] এবং তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে [ধারা ৮৫]

৪. গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

৪.১. 'শিশু আইন, ২০১৩' এর প্রয়োগ সংক্রান্ত সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তিগুলো বিশ্লেষণ করা।

৪.২. আইন প্রয়োগে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, আইনি কাঠামোতে বিদ্যমান সংঘাত এবং আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে অস্পষ্টতাসমূহ চিহ্নিত করা।

৪.৩. শিশু বিচার ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও অধিকতর শিশু বান্ধব করার জন্য সুপারিশ নির্ণয় করা।

৫. গবেষণা পদ্ধতিঃ

'শিশু আইন, ২০১৩ঃ সংশয়, অসংগতি ও বিভ্রান্তি' শীর্ষক গবেষণায় মিশ্র-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো 'শিশু আইন, ২০১৩' প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংশয়, বিভ্রান্তি, ও অসংগতি চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা। এই গবেষণাপত্রটি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আইনটির বর্তমান অবস্থা, প্রয়োগের ধরন এবং এর প্রভাব বর্ণনা করা হয় এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণায় বিভিন্ন প্রকারের তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়। আইনের সংশয় ও অসংগতি বোঝার জন্য প্রথমেই বিদ্যমান দলিলপত্র বিশ্লেষণ করা হয়। 'শিশু আইন, ২০১৩' এবং এর পূর্ববর্তী আইনগুলো, যেমনঃ The Reformatory Schools Act, 1876, The Reformatory Schools Act, 1897, The Bengal Children Act, 1922 এবং The Children Act, 1974 বিশ্লেষণ করা হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সঙ্গে আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড, কানাডা, চীন, শ্রীলংকা, ফ্রান্স, গ্রীস, ইতালি এবং মালদ্বীপের শিশু সম্পর্কিত আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়।

শিশু আদালত এবং অন্যান্য আদালতে শিশু সংক্রান্ত মামলার রায়, আদেশ ও নথি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। আইন প্রয়োগকারী এবং সুবিধাভোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিশু আদালতের বিচারক, প্রবেশন কর্মকর্তা, শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, পাবলিক প্রসিকিউটর (PP), আইনজীবী, সমাজকর্মী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ, আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন এনজিও, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, শিশু অধিকার কর্মীর

সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে মত বিনিময় করা হয়। এছাড়া আইনের জটিল ধারা, প্রয়োগের সমস্যা, ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৫.১. মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ:

৫.১.১. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) কোনাবাড়ী, গাজীপুর পরিদর্শন:

গবেষণার অংশ হিসেবে আইন কমিশনের গবেষণা দল শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা), কোনাবাড়ি, গাজীপুর পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধায়ক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের সাথে মতবিনিমিয় করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুগণের সাথে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের দ্বারা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা), কোনাবাড়ি, গাজীপুর আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত বালিকা শিশুকে রাখার জন্য বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্র। এর ধারণ ক্ষমতা মোট ১৫০ জন। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানে মোট ৯২ জন বালিকা অবস্থান করছিলেন, যা ধারণ ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত ৯২ জন বালিকার মধ্যে ৯১ জন ৯ বছর হতে অনুর্দ্ধ ১৮ বছর বয়সের হলেও, ১ জনের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে। তাদের বয়স ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নের সারণি-১ এ প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি-১

ক্রম	বয়স	সংখ্যা
১	৯–১০ বছর	১
২	১০–১২ বছর	১৪
৩	১২–১৬ বছর	৬০
৪	১৬–১৮ বছর	১১
৫	১৮ বছরের উর্ধ্বে	১
৬	বয়স উল্লেখ নাই	৫

কেন্দ্রে অবস্থানরত বালিকাদের মাঝে কেউ আটকাদেশ প্রাপ্ত নেই এবং ৯২ জন বালিকার মধ্যে ৫৬ জন আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং একজন প্রতিবন্ধী নারী। উল্লেখ্য যে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ কেবলমাত্র আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জন্য নির্ধারিত। আরোও উল্লেখ্য যে, 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৮৫ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, সুবিধাবঞ্চিত শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করবে উক্ত ৮৫ ধারায় উল্লেখিত নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, যার মধ্যে আইনটির ৫৯ ধারায় বর্ণিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র নেই। অর্থাৎ, 'শিশু আইন, ২০১৩' অনুযায়ী আইনের সংস্পর্শে আসা কোনো শিশুর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করার সুযোগ নেই। তথাপি কেন্দ্রটিতে অবস্থানরত ৯২ জন বালিকার মধ্যে ৫৬ জন বালিকাই আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, যা কোনোক্রমেই কাম্য নয়।

পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুসারে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিবরণ নিম্নলিখিত সারণি-২ এ প্রদর্শিত হলো:

সারণি-২

ক্রম	অপরাধ	সংখ্যা
১	হত্যা	৯
২	চুরি	৭
৩	মাদক	২
৪	মানবপাচার	১
৬	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন	১
৭	অন্যান্য	৫

৫.১.২. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর পরিদর্শন:

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত বালক শিশুকে রাখার জন্য বাংলাদেশে দুইটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে, এর একটি গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে এবং অপরটি যশোর জেলার পুলেরহাটে অবস্থিত। আইন কমিশনের গবেষণা দল গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে অবস্থিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, উক্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা ৩০০ হলেও উক্ত কেন্দ্রে ৫৭৮ জন শিশু অবস্থান করছিল, যা উক্ত কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। উক্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অবস্থানকারী শিশুদের বয়স ভিত্তিক তথ্য নিম্ন সারণি-৩ এ প্রদর্শিত হলো:

সারণি-৩

ক্রম	বয়স	সংখ্যা
১	১০–অনূর্ধ্ব ১২ বছর	১
২	১২– অনূর্ধ্ব ১৬ বছর	১৮৫
৩	১৬– অনূর্ধ্ব ১৮ বছর	২৪৮
৫	১৮ বছরের উর্ধ্বে	৫৩
৬	বয়স উল্লেখ নাই	৯১

পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুসারে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিবরণ নিম্নলিখিত সারণি-৪ এ প্রদর্শিত হলো:

সারণি-৪

ক্রম	অপরাধ	সংখ্যা
১	হত্যা	৯৭

২	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	১১৭
৩	মাদক	১৮
৪	আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ	৯
৬	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন	২
৭	চুরি	৭৪
৮	ডাকাতি	৪৭
৯	বিস্ফোরক দ্রব্য আইন	১৪
১০	মারামারি	১৬
১১	অন্যান্য	১৮৪

৫.১.৩. শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর হতে তথ্য সংগ্রহঃ

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত বালক শিশুর জন্য নির্ধারিত যশোর জেলার পুলেরহাটে অবস্থিত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্য পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, উক্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা ৩০০ এবং উক্ত কেন্দ্রে ২৯৫জন শিশু অবস্থান করছিল। উক্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অবস্থানকারী শিশুদের বয়স ভিত্তিক তথ্য নিম্ন সারণি-৫ এ প্রদর্শিত হলো:

সারণি-৫

ক্রম	বয়স	সংখ্যা
১	১২–১৬ বছর	৬৫
২	১৬–১৮ বছর	১৪৫
৩	১৮ বছরের উর্ধ্বে	১৬
৫	বয়স উল্লেখ নাই	৬৯

পরিদর্শন কালে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুসারে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিবরণ নিম্নলিখিত সারণি -৬ এ প্রদর্শিত হলো:

সারণি-৬

ক্রম	অপরাধ	সংখ্যা
১	হত্যা	১০৮

২	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	৮৭
৩	মাদক	৩২
৪	তথ্য প্রযুক্তি আইন	১
৬	পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন	৩
৭	চুরি/ডাকাতি/ছিনতাই	৩২
৮	অপহরণ	১১
৯	মারামারি	১৩
১০	অস্ত্র আইন	৩
১১	বিশেষ ক্ষমতা আইন	১
১২	আটকাদেশপ্রাপ্ত	১
১৩	নিরাপদ হেফাজত	৩

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ১৬-১৮ বয়স বয়সী শিশুরাই সবচেয়ে বেশি অপরাধমূলক কার্যক্রম এবং গুরুতর অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হিসেবে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে অবস্থান করছে।

৫.১.৪. সেফ হোম পরিদর্শন:

বিগত ৩০-০৫-২০২৫ খ্রি: কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়, আইন কমিশনের সদস্যসহ কমিশনের গবেষণা দল মহিলা ও শিশু-কিশোরী নিরাপদ হেফাজতিদের আবাসন (সেফহোম), ফরিদপুর পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, এটি সমাজসেবা অধিদপ্তর এর অধীনে পরিচালিত একটি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র, যা মূলত আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরিদর্শনে দেখা যায় যে, আবাসনটির ধারণক্ষমতা ৫০ হলেও উক্ত কেন্দ্রে ৭৪ জন অবস্থান করছিল, যা উক্ত কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতার প্রায় দেড়গুণ। এছাড়াও, উক্ত আবাসনটিতে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং অপরাধের শিকার মহিলাদের পাশাপাশি ২৫ জন মানসিক প্রতিবন্ধী নারী ও শিশু অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, মানসিক প্রতিবন্ধীদের কিছু বিশেষ সেবা-যত্নের প্রয়োজন হয় এবং তাদের আবাসনের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এই সেফহোম যেহেতু মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, সেহেতু এখানে তাদের সঠিকভাবে দেখাশোনা করা যেমন সম্ভব হচ্ছে না তেমনি তাদের উপস্থিতি আবাসনের অন্যান্য নিবাসীদের জন্য অনেকসময় সমস্যারও সৃষ্টি করছে। আরো উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটিতে অনুমোদিত জনবলের তুলনায় কর্মরত জনবলের সংখ্যাও কম। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটিতে অসুস্থ নিবাসীদের চিকিৎসা প্রদান করার জন্য কোনো মেডিকেল সেন্টার নেই। প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে অনেক সময় নিবাসীরা পালিয়ে যায় বলেও প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানকারীরা জানান।

৫.১.৫. রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন:

বিগত ২৭-০৯-২০২৫ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজার জেলার বিচারক, আইনজীবীবৃন্দসহ বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় জানা যায় যে, কক্সবাজার জেলায় শিশু আদালতসমূহে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার একটি বড় অংশ মাদক মামলা এবং উক্ত মামলাসমূহের প্রায় ৯৫% এর সাথেই রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত শিশুরা সম্পৃক্ত। অংশীজনেরা আরও বলেন যে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুরা মামলায় জামিন প্রাপ্ত হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে আদালতে আর হাজিরা প্রদান করে না, ফলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাদের সাজার পরিমাণ অনেকসময় বেশি হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষণার অংশ হিসেবে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়, আইন কমিশনের সদস্য সহ কমিশনের গবেষণা দল বিগত ২৮-০৯-২০২৫ খ্রিঃ কক্সবাজারের কুতুপালংসহ অন্যান্য রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে। ক্যাম্প পরিদর্শনকালে সেখানকার শিশু, তাদের অভিভাবক এবং ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানকারীগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, ক্যাম্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক। তবে তারা আরও জানান যে, ক্যাম্পের পরিচালন ব্যয় আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়, যার একটি উল্লেখযোগ্য উৎস ছিল যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রদত্ত অর্থ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্যাম্পের শিশুদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে আছে। এছাড়াও ক্যাম্পের অন্যান্য মৌলিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। এছাড়াও আরো জানা যায় যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবস্থানরত শিশুদের একটি বিরাট সংখ্যা মাদক ও অস্ত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মেয়ে শিশুদের মধ্যে এখানে বাল্যবিবাহ প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। আরোও জানা যায় যে, শিশুরা মারামারি, জুয়া খেলা ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রায়ই জড়িয়ে পড়ছে। পরিদর্শনকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে, ক্যাম্পে অবস্থানরত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুরা প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা ও সংশ্লিষ্ট সেবা হতেও বঞ্চিত, যা তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৫.২. বিভিন্ন দেশে শিশু আইন:

৫.২.১ ভারত:

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বর্তমানে শিশুর বিচার ব্যবস্থা মূলত 'Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উক্ত আইনের ২(১২) ধারা অনুসারে ১৮ বছরের নিচের যেকোনো ব্যক্তি শিশু। আইনটির ৪ ধারায় Juvenile Justice Board নামক একটি বোর্ড গঠনের এবং ২(২০) ধারায় শিশুদের জন্য পৃথক Children's Court স্থাপনের বিধান রয়েছে।

এছাড়াও, আইনটিতে শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা:

(i) Heinous Offence [section 2(33)] - ৭ বছর অথবা ৭ বছরের উর্ধ্বে দণ্ডনীয় অপরাধ।

(ii) Petty Offence [section 2(45)] - ৩ বছর পর্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ।

(iii) Serious Offence [section 2(54)] - ৩ বছর হতে ৭ বছর পর্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ।

উল্লেখ্য যে, ‘Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015’ অনুসারে Heinous Offence সংঘটনের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স ১৬ বছর বা এর উর্ধ্বে হলে ৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত Juvenile Justice Board উক্ত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যদি সন্তুষ্ট হয় যে সংঘটিত অপরাধের ফলাফল বুঝার সক্ষমতা শিশুটির রয়েছে তাহলে অত্র আইনের ১৮(৩) ধারামতে উক্ত শিশুকে বিচারের জন্য Children's Court এ পাঠাবে। তবে শিশুর পুনর্বাসন করা আইনটির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় বিচার শেষে উক্ত শিশুকে দণ্ড প্রদান করা হলে তাকে ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখার বিধান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে যদি উক্ত শিশুর সংস্কার সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট কারাদণ্ড ভোগের জন্য তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করা যাবে [ধারা- ২০]।

৫.২.২. পাকিস্তানঃ

পাকিস্তানে শিশুদের বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় ‘Juvenile Justice System Act, 2018’ এর অধীন। এই আইনের ২(খ) ধারা অনুসারে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি শিশু হিসেবে অভিহিত হবে। আইনটির ৪ ধারায় শিশু-কিশোরদের জন্য Juvenile Court গঠনের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও, উক্ত আইনে শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাঃ

(i) Heinous Offence – গুরুতর, বীভৎস, নৃশংস, চাঞ্চল্যকর বা জনসাধারণের নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বা মৃত্যুদণ্ড / যাবজ্জীবন কারাদণ্ড / ৭ বছরের উর্ধ্বে দন্ডনীয় অপরাধ। [ধারা-২(ছ)]

(ii) Major Offence – ৩ বছর হতে ৭ বছর পর্যন্ত দন্ডনীয় অপরাধ। [ধারা-২(ড)]

(iii) Minor Offence – ৩ বছর পর্যন্ত দন্ডনীয় অপরাধ। [ধারা-২(ণ)]

৫.২.৩. অন্যান্য দেশঃ

নিম্নে সারণি-৭ এ উল্লেখিত দেশসমূহে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে শিশু বিবেচনা করা হলেও সেখানে একটি নির্দিষ্ট বয়সী শিশু যদি জঘণ্য বা ঘৃণ্য কোনো অপরাধ সংঘটন করে সেক্ষেত্রে উক্ত শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় বিচার করা যেতে পারে।

সারণি-৭

দেশ	শিশুর বয়স	ফৌজদারি দায় (criminal liability) শুরুর বয়স	পূর্ণবয়স্কদের ন্যায় বিচার (বিশেষ ক্ষেত্রে)
ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স	অনূর্ধ্ব ১৮	১০	১৭-১৮
স্কটল্যান্ড	অনূর্ধ্ব ১৮	১২	১৬-১৮
কানাডা	অনূর্ধ্ব ১৮	১২	১৪-১৮
চীন	অনূর্ধ্ব ১৮	১২	১৬-১৮
শ্রীলঙ্কা	অনূর্ধ্ব ১৮	১২	১৪-১৮

ফ্রান্স	অনূর্ধ্ব ১৮	১৩	১৬-১৮
গ্রীস	অনূর্ধ্ব ১৮	১৩	১৫-১৮
ইতালি	অনূর্ধ্ব ১৮	১৪	১৪-১৮
মালদ্বীপ	অনূর্ধ্ব ১৮	১৫	১৫-১৮

৫.৩. অংশীজনের মতামত:

আইন কমিশন কর্তৃক ঢাকা, ফরিদপুর এবং কক্সবাজার জেলায় মোট ৬টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে বিচারক, পাবলিক প্রসিকিউটর, আইনজীবী, পুলিশ, প্রবেশন কর্মকর্তা, সমাজকর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ১৫৪ জন অংশগ্রহণকারী সমীক্ষায় মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর অপরাধ এর আমল গ্রহণের ক্ষেত্রে ৪৯.৩৫% সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে, ৪১.৫% শিশু আদালতকে এবং ৯% অন্যান্য আদালতকে যথোপযুক্ত আদালত মনে করেন।

১৮ বছর পর্যন্ত সকল ব্যক্তিই শিশু - আইনে নির্ধারিত এই বয়স সীমার পরিবর্তন হওয়া উচিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৯৪% হ্যাঁ এবং ৬% না মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিচারের জন্য প্রত্যেক স্তরের বিচারককে শিশু আদালতের ক্ষমতা প্রদান করা উচিত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৪৬% এর পক্ষে এবং ৪৯% বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন।

'শিশু আইন, ২০১৩' আরও কার্যকর করার নিমিত্ত শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুধাবন এর জন্য বিচারক, পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা ও আদালতের সহায়ক কর্মচারীগণের পৃথক প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে ৯৮.৭% মতামত ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও, অংশীজনেরা আরোও কিছু পরামর্শ প্রদান করেছেন। যথা:

১। শিশু আদালতের জন্য পৃথক এবং নিয়মিত বিচারক নিয়োগ প্রদান।

২। শিশু মামলার আমল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রদান।

৩। গুরুত্ব অনুসারে অপরাধসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা।

৪। শিশু মামলার আপিল দায়রা আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা।

৫। প্রতিটি শিশু আদালতের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন ও ব্যবস্থাপনায় পৃথক শিশু বান্ধব আদালত কক্ষ স্থাপন করা।

৬। প্রবেশন কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রবেশন কর্মকর্তার কার্যালয়ে সার্বক্ষনিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

৭। আইন অনুসারে 'নিরাপদ স্থান' প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোনো স্থাপনা বা পুলিশ লাইন্স এ সাময়িকভাবে রাখার ব্যবস্থা করা।

৮। পর্যাপ্ত সংখ্যক শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

৯। বিধিমালা প্রণয়ন করা।

৬. সংশয়, বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতি:

বিদ্যমান 'শিশু আইন, ২০১৩' কার্যকর হওয়ার পর হতে আইনটি প্রয়োগের সাথে সরাসরি জড়িত অংশীজনেরা বিভিন্ন অসঙ্গতির কারণে সংশয় ও বিভ্রান্তিতে পড়ছেন মর্মে মন্তব্য করেছেন। সে প্রেক্ষিতে আইনটি পর্যালোচনা করে বিভিন্ন অসঙ্গতি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬.১. শিশুর সংজ্ঞা:

গবেষণাকালে বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ বিভিন্ন আইনে 'শিশু' এর সংজ্ঞায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। 'শিশু আইন, ২০১৩' এ শিশু বলতে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া, 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০' এ অনধিক ১৬ বছর বয়সের ব্যক্তিকে 'শিশু' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' এ ১৪ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে 'শিশু' এবং ১৪-১৮ বছর বয়সী ব্যক্তিকে 'কিশোর' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া, 'The Majority Act, 1875' এর ৩ ধারামতে ১৮ বছরে উন্নীত হওয়া ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'শিশু আইন, ২০১৩' এবং 'The Majority Act, 1875' এর তুলনামূলক বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, একই বয়সের ব্যক্তিকে শিশু আইনে শিশু হিসেবে এবং 'The Majority Act, 1875' এ প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একই বয়সের ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন আইনে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করার ফলে প্রকৃতপক্ষে শিশুর আইনগত অধিকার রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশয় কাজ করছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ শিশু সনদ এর অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানুষকে বোঝায়, যদি না শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কতা আগে অর্জন করা হয়। ফলে, শিশুর বয়স সংক্রান্তে শিশু আইনের বিধান জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৬.২. শিশু আদালত গঠন:

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ১৬(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যেকোনো অপরাধের বিচার করার জন্য দেশের প্রতিটি জেলা সদরে শিশু আদালত নামে কমপক্ষে এক বা একাধিক আদালত থাকবে। অর্থাৎ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শিশু আদালত নামে একটি বিশেষ আদালত থাকবে। উক্ত আইনের ১৬(২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের শিশু আদালত হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং কোনো জেলায় উক্তরূপ কোনো ট্রাইব্যুনাল না থাকলে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে শিশু-আদালত হিসাবে গণ্য হবে। বর্তমানে সারা দেশে ১০১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, যারা একই সাথে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের শিশু আদালত হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু উক্ত বিচারকগণ ৫৭টি জেলায় মানবপাচার ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করছেন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিশু আদালতের পরিসংখ্যান[1] হতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, দেশের শিশু আদালতসমূহে বিচারাধীন শিশু মামলার সংখ্যা ৪২,৫৬৯টি। উক্ত শিশু আদালতসমূহের বিচারক যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে এবং ৯৪টি ট্রাইব্যুনাল মানবপাচার ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করছে সেহেতু উক্ত আদালতসমূহে বিচারাধীন ৪২,৫৬৯টি শিশু মামলার পাশাপাশি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীনে ১,৪৯,৮০৩টি মামলা এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর অধীন ৫২২৩টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যা নিম্ন বর্ণিত সারণি-৮ এ প্রদর্শিত হলোঃ

সারণি-৮

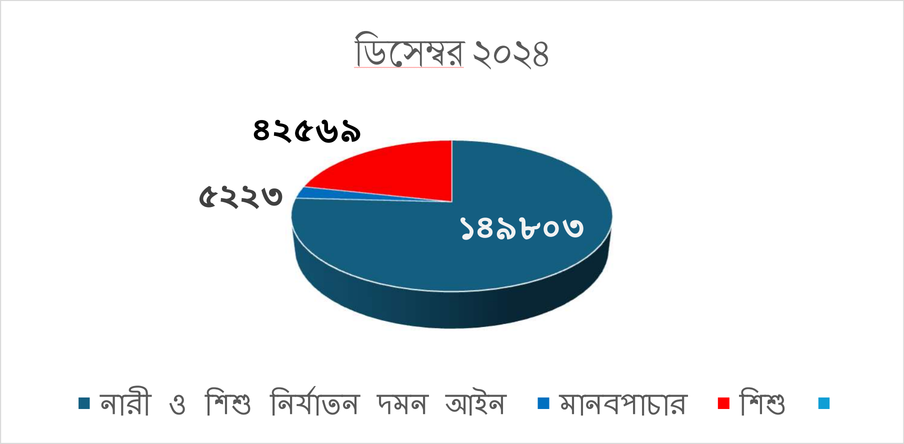

উপরোক্ত পরিসংখ্যান হতে পরিলক্ষিত হয় যে, শিশু আদালতের বিচারক একই সাথে তিন ধরণের আদালতের বিচারক হিসেবে কাজ করছেন এবং মামলার সংখ্যা অনুসারে শিশু আদালতের প্রত্যেক বিচারকের নিকট গড়ে ১৯৫৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যার মধ্যে ৪২০ টি শিশু মামলা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'The Bengal Children Act, 1922' এর ৪ ধারায় এবং তৎপরবর্তীতে উক্ত আইনের স্থলাভিষিক্ত 'The Children Act, 1974' এর ৪ ধারায় শিশু আদালতের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা আদালত হতে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পর্যন্ত অধস্তন ফৌজদারী আদালতের প্রতিটি স্তরে প্রদান করা হয়েছিল। ফলে শিশু আদালতের সংখ্যা মামলার তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।

বর্তমানে 'শিশু আইন, ২০১৩' এর অধীন শিশু আদালতসমূহে মামলা ও বিচারকের সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য না থাকায়-

১. মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে;

[1] তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর উভয় বিভাগ এবং জেলা জজশীপ ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসিসহ বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও আদালতে বিচারাধীন/নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন

২. একই বিচারক বিভিন্ন ধরণের মামলার সাথে শিশু আদালতের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে;

৩. মামলা চলমান থাকাবস্থায় আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হলেও তার বিচার শিশু আদালতেই অন্যান্য শিশুর সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৩. অবকাঠামো ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়:

শিশু আদালতের অবকাঠামোসহ আরও নানাবিধ আনুষঙ্গিক সংকট রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

৬.৩.১. শিশু আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিশু বান্ধব বিচারকক্ষের অভাব থাকায় শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অদ্যাবধি UNICEF এর সহযোগিতায় মডেল শিশু আদালত হিসেবে ৯টি জেলায় শিশু আদালতের জন্য শিশু বান্ধব ১০টি বিচারকক্ষ এবং তৎসংলগ্ন অপেক্ষাকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বিচারকক্ষসমূহ মোট ২১টি শিশু আদালত কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও দেশের অবশিষ্ট ৮০টি শিশু আদালতসমূহের জন্য উক্তরূপ শিশু বান্ধব বিচারকক্ষসহ প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৬.৩.২. আইনে শিশু আদালতের বিচারক ও আইনজীবীর জন্য শিশু-বান্ধব পোশাকবিধি অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৬.৩.৩. শিশু আদালত একটি বিশেষায়িত আদালত যেখানে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিচার ও তার ব্যবস্থাপনা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া হতে ভিন্নতর সেহেতু এই আদালত পরিচালনায় সম্পৃক্ত সহায়ক কর্মচারীগণের মনোভাবও শিশু বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিশু আদালতের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক সহায়ক কর্মচারীর কোনো সংস্থান না থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের সহায়ক কর্মচারীবৃন্দ শিশু আদালতে সহায়ক কর্মচারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

৬.৩.৪. শিশু আদালতের বিচার প্রক্রিয়া গতানুগতিক বিচার প্রক্রিয়া হতে ভিন্নতর, বিধায় শিশু আদালতের বিচারক, আইনজীবী ও আদালতের সহায়ক কর্মচারীগণের মধ্যে শিশু বান্ধব মনোভাব গড়ে তোলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এ ধরণের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

৬.৩.৫. আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর পরিবহণের জন্য পৃথক পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে শিশুদের কখনও কখনও প্রাপ্তবয়স্ক আসামীর সাথে একত্রে আদালতে আনা-নেওয়া করা হয়।

৬.৩.৬. 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ১৩(১) ধারার বিধানমতে প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক একটি পৃথক ডেস্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা থাকা স্বত্বেও ২০২২ সালে সারাদেশে একযোগে ৬৫৯ টি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী এই ৪ ধরণের ব্যক্তির জন্য কেবলমাত্র একটি করে ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে, যা আইনের পরিপন্থী। তাছাড়া, আইন অনুসারে শিশু বিষয়ক ডেস্ক এর দায়িত্বে একজন সাব-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করার বিধান থাকলেও কোনো কোনো থানায় কনস্টেবলকে উক্ত ডেস্কের দায়িত্ব প্রদান করা হয় মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

৬.৪. অপরাধ আমলে গ্রহণ:

বিদ্যমান আইনে 'আমলী আদালত' এর পৃথক সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। তবে, 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৪২(১) ধারায় বলা আছে যে, এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, অভিযোগ দায়ের, মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে হবে।

হৃদয় বনাম রাষ্ট্র [15 SCOB (2021) HCD 13] মামলায় শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট আমলে গ্রহণ করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী বর্তমানে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর মামলায় বিচারপূর্ব পর্যায় (Pre-trial Stage) এ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আমলী আদালত হিসেবে নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু, আইনটিতে 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর প্রযোজ্যতার কথা উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে কোনো আদালত অপরাধ আমলে গ্রহণে এখতিয়ারসম্পন্ন হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। উদাহরনস্বরূপ, 'বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪', 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০', 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪' ইত্যাদি আইনের ক্ষেত্রে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর মামলায় অপরাধ আমলে গ্রহণের এখতিয়ার কোন আদালতের তা স্পষ্ট নয়, যা আইনী জটিলতা সৃষ্টি করছে।

৬.৫. গ্রেফতার ও তৎপরবর্তী পদক্ষেপ (মুক্তি, জামিন ইত্যাদি):

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৪৭ ধারায় আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু গ্রেফতারের পর অভিযোগের প্রকৃতি ও শিশুর মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিশুকে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় (Diversion) প্রেরণ করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, উক্ত আইনের ৫২(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় (Diversion) প্রেরণ অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভবপর না হলে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক শিশুটিকে, জামিনে মুক্তি প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ জামিনযোগ্য নাকি জামিন অযোগ্য তা বিবেচনা করার কোনো আবশ্যকতা নাই। তবে, ৫২(৩) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর বা ঘৃণ্য প্রকৃতির হলে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হলে, সংশ্লিষ্ট শিশুর কোনো কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভের সম্ভাবনা থাকলে, শিশুর নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে জামিন বা মুক্তি প্রদান করবেন না।

উল্লিখিতমতে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক জামিন প্রদান করা না হলে গ্রেফতারকৃত শিশুকে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিশু আদালতে উপস্থাপনের [ধারা ৫২(৪)] বিধান রয়েছে। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' এর অনুচ্ছেদ ৩৩(২) অনুসারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একইভাবে, 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর ৬০ ও ৬১ ধারায় এবং 'Criminal Rules and Order, 2009' এর Rule 75(3) এ অনুরূপ বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে প্রতিটি জেলায়

একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ অন্যান্য ছুটির দিনে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু শিশু আদালত প্রকৃতপক্ষে দায়রা আদালতের সমপর্যায়ের হওয়ায় উক্ত আদালত সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ অন্যান্য ছুটির দিনে কর্মরত থাকে না। ফলে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে গ্রেফতারের পর সাপ্তাহিক ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির দিনে কোন আদালতে উপস্থাপন করা হবে সে বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। উক্ত সংশয় নিরসনে গত ১০/০৪/২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি প্র্যাকটিস নির্দেশনা জারি করে যেখানে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে কর্মদিবসের ন্যায় ছুটির দিনগুলোতেও শিশু আদালতে হাজির করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং শিশু আদালতের বিচারককে ছুটির দিনে স্বশরীরে বা আদালত কর্তৃক 'তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০' এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শিশু আদালতের বিচারকগণ সরকারি ছুটির দিনে বা কর্মদিবসে অফিস সময়ের পর আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে আদালতে উপস্থাপন ও তার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

আইনটির ৫২(৫) ধারায় শিশু আদালতে উপস্থাপনকৃত শিশুর জামিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের একক এখতিয়ার শিশু আদালতকে প্রদান করা হয়েছে। তবে মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশু আদালত কর্তৃক জামিনপ্রাপ্ত শিশু নিয়মিত হাজিরা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট। আবার জামিন প্রাপ্ত শিশু জামিনের শর্ত ভঙ্গ করলে সে বিষয়ে শিশু আদালত নাকি আমলী আদালতের সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সে বিষয় আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। অপরদিকে আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শিশুকে জামিন প্রদানের এখতিয়ার না থাকলেও মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুতের নিমিত্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুর গ্রেফতারী পরওয়ানা জারির এখতিয়ার রয়েছে।

৬.৬. তদন্ত পর্যায়ে বিভিন্ন আবেদন নিষ্পত্তি:

বিদ্যমান শিশু আইনে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জামিন, বয়স নির্ধারণ ব্যতীত তদন্ত পর্যায়ে অন্যান্য আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্তে পৃথক কোনো বিধান নেই। এক্ষেত্রে আইনের ৪২(১) ধারামতে 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। সে অনুসারে শিশুর জামিন, বয়স নির্ধারণ ব্যতীত তদন্ত পর্যায়ের অন্যান্য আবেদন নিষ্পত্তির এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এর। কিন্তু হৃদয় বনাম রাষ্ট্র [15 SCOB (2021) HCD 13] মামলায় তদন্ত চলাকালে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর রিমান্ড, জামিন, বয়স নির্ধারণসহ অন্তবর্তী যেকোনো বিষয় শিশু আদালত নিষ্পত্তি করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আবার, হৃদয় বনাম রাষ্ট্র [15 SCOB (2021) HCD 13] মামলায় ১৬৪ ধারার অধীনে শিশুর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ডের এখতিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এর মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে Anis Miah vs The State [15 SCOB (2021) HCD 37] মামলায় বৃহত্তর বেঞ্চ (Larger Bench) শিশু কর্তৃক ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এর সাক্ষ্যগত কোনো মূল্য নাই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অর্থাৎ তদন্ত পর্যায়ে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর মামলায় বিভিন্ন আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্তে নানারূপ অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

৬.৭. শিশুর বয়স নির্ধারণ:

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ২১(১) ধারা অনুসারে শিশুর বয়স নির্ধারণের একক এখতিয়ার শিশু আদালতের। তবে উল্লেখ্য, আইনটির ২১(৪) ধারায় উল্লেখ আছে যে, কোনো ব্যক্তিকে ইতোপূর্বে শিশু-আদালত কর্তৃক শিশু নয় মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হলেও সন্দেহাতীত দালিলিক প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষে শিশুর বয়স সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্বের মতামত পরিবর্তন করা যাবে। অপরদিকে, যদি শিশু আদালত কোনো ব্যক্তিকে একবার শিশু হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদান করে, তাহলে পরবর্তীতে উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ দ্বারা উক্ত বয়স ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হলেও উক্ত আদেশ বা রায় অকার্যকর হবে না। নি:সন্দেহে আইনটির এ ধারার বিধান পরস্পরবিরোধী ও ন্যায় বিচার এর নীতির পরিপন্থী।

৬.৮. শিশু আদালতের ক্ষমতা বা এখতিয়ার:

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ১৮ ধারায় বলা আছে যে, দায়রা আদালত যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ও কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে শিশু-আদালতও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারবে। উল্লেখ্য, 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর ৩১(২) ধারা অনুসারে একজন দায়রা জজ আইনানুগ যেকোনো সাজার আদেশ প্রদানে অধিকারী। অথচ এ আইনের ৩৩ ধারায় উল্লেখ আছে যে অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কোনোরূপ কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। তবে, আদালতের মতে এই আইনের অধীন প্রদানযোগ্য কোনো আটকাদেশ কোনো শিশুর জন্য পর্যাপ্ত নয় এরূপ কোনো মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, অথবা কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা চলে না এরূপ অবাধ্য বা ভ্রষ্ট চরিত্রের শিশুর ক্ষেত্রে এবং যে শিশুর ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইনানুগ পন্থায় মামলাটির সুরাহা উপযুক্ত নয়, সেক্ষেত্রে শিশু-আদালত শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করে কারাগারে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রেও কারাদণ্ডের মেয়াদ তার অপরাধের জন্য প্রদেয় দণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হবে না।

আবার, 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৩৪(১) ধারায় মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ হতে অনূর্ধ্ব ১০ বছর পর্যন্ত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩ বছর পর্যন্ত আটকাদেশ প্রদান করা যেতে পারে। ৩৪(২) ধারায় উল্লেখ আছে যে, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোনো জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত না হলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান এর কর্তৃপক্ষ শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে। ৩৪(৩) ধারায় উল্লেখ আছে, হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, দস্যুতা বা মাদক ব্যবসা বা অন্য কোনো গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হলে এবং মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকলে অথবা উল্লিখিত অপরাধের মামলায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিশু-আদালতের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করবে। কিন্তু ধারাটিতে জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলা শব্দসমূহ উল্লেখ করা হলেও এ শব্দসমূহ আইনের

কোথাও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি বা এক্ষেত্রে কোন কোন অপরাধকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা এই আইন বা অন্য কোনো আইনে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

৬.৯. প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর পৃথক বিচার:

একই ঘটনার প্রেক্ষিতে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হলে 'শিশু আইন, ২০১৩' অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বিচার নিয়মিত আদালতে এবং শিশুর বিচার শিশু আদালতে নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক বিচার্য মামলায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজস্ট্রেট আদালতে এবং আপীল দায়রা আদালতে নিষ্পত্তি হবে। পক্ষান্তরে, শিশুর বিচার নিষ্পত্তি হবে শিশু আদালতে এবং উক্ত আদালত দায়রা আদালতের সমপর্যায়ের হওয়ায় বিচার নিষ্পত্তি হওয়ার পর উক্ত বিষয়ে আপীলের এখতিয়ার শুধুমাত্র হাইকোর্ট বিভাগের রয়েছে। ফলে, একই মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যেখানে জেলা পর্যায়ে বিচার ও আপীল এর সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে শিশুর বিচার জেলা পর্যায়ে নিষ্পত্তি হলেও আপীলের জন্য তাকে রাজধানীতে অবস্থিত হাইকোর্ট বিভাগে আসতে হয়। ফলে শিশুর আইনী সুরক্ষা এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় হ্রাস পেয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

৬.১০. আইনগত প্রতিনিধিত্ব:

'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৫৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোনো আদালত কোনো মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করবে না এবং শিশুর পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ করা না হলে শিশু-আদালত জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রিম কোর্ট এর তালিকাভুক্ত বা প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত আইনজীবীকে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' এবং এর অধীন প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আইনের ৫৬ ধারায় বলা আছে যে শিশুর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীকে সংশ্লিষ্ট মামলার সকল শুনানীতে অবশ্যই হাজির থাকতে হবে এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে আইনজীবী মামলা পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করলে নূতন আইনজীবী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি স্থগিত থাকবে। এ সকল পদ্ধতিগত জটিলতা প্রকৃতপক্ষে শিশুর মামলা নিষ্পত্তিতে অযথা বিলম্বের সৃষ্টি করছে।

৬.১১. প্রবেশন কর্মকর্তার স্বল্পতা:

এই আইনের ৫(১) ধারায় বলা আছে এই আইনের প্রয়োজনে সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। ৫(২) ধারায় বলা আছে কোনো এলাকায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ না করা পর্যন্ত সরকার প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য, অধিদপ্তরে এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমাজসেবা কর্মকর্তা বা সমমানের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবে। বর্তমানে 'The Probation of Offenders Ordinance, 1960' এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রবেশন কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে শিশু আইনে উল্লেখিত প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করছেন। উল্লেখ্য, প্রবেশন কর্মকর্তার মূল দায়িত্ব 'The Probation of Offenders Ordinance, 1960' এর অধীন বিজ্ঞ

আদালত কর্তৃক প্রবেশন প্রদান করা হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যে শর্তে প্রবেশন প্রদান করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ ও তৎসম্পর্কে বিজ্ঞ আদালতকে অবহিত করা। আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশে ৬৪ টি জেলায় মাত্র ৭১ জন প্রবেশন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে উপজেলায় প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য, একজন শিশু থানায় আগমনের সাথে সাথে প্রবেশন কর্মকর্তার থানায় উপস্থিত হওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরি করা, শিশুর বিচার কাজ চলাকালে আদালতে উপস্থিত হওয়া, শিশুকে বিকল্প পন্থায় (Diversion) প্রেরণের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা পালন করা, আদালতের নির্দেশে বিরোধ মিমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করা, নিয়মিত শিশুর তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে প্রবেশন কর্মকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রবেশন কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে প্রবেশন কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত এ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হচ্ছেন না।

৬.১২. নিরাপদ স্থানের অভাব:

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন বা গ্রেফতারের পর তাকে মুক্তি বা জামিন প্রদান বা বিকল্প পন্থায় (Diversion) প্রেরণ করা সম্ভব না হলে উক্ত শিশুকে থানা হতে আদালতে, আদালত হতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হতে শিশুকে আদালতে উপস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষমান অবস্থায় সাময়িকভাবে রাখার জন্য নিরাপদ স্থানের প্রয়োজন হয়। এই আইনের ২(৭) ধারামতে নিরাপদ স্থান (Safe Home) অর্থ কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা এমন কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠান যেখানে এই আইনের অধীন শিশু আদালত, পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা যায়। কিন্তু এ ধরণের কোনো নিরাপদ স্থান অদ্যাবধি নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, আইনে নিরাপদ স্থান শব্দসমূহের পর Safe Home শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। কারণ, Safe Home বলতে অপরাধের শিকার যেকোনো মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের আদালতের নির্দেশে নিরাপদে রাখার স্থানকে বোঝায়। ফলে আইনে Safe Home শব্দসমূহ ব্যবহার করায় আইনের সাথে সংঘাতের জড়িত শিশুকে আইনের সংস্পর্শে আসা নারী ও শিশুদের জন্য নির্ধারিত মহিলা ও শিশু কিশোরী নিরাপদ হেফাজতের আবাসনে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

৬.১৩. শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড:

অত্র আইনের নবম অধ্যায়ে শিশুর প্রতি সংঘটিত নিষ্ঠুরতার দণ্ড সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধের দণ্ডসমূহ অনুরূপ অপরাধে দেশের অন্যান্য আইনসমূহে বর্ণিত দণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম, যা নিম্নের তুলনামূলক সারণি-৯ হতে পরিলক্ষিত হয়:

সারণি-৯

শিশু আইনে উল্লিখিত অপরাধ ও ধারা	শিশু আইনে উল্লিখিত সাজা	ভিন্ন আইনের নাম ও ধারা	ভিন্ন আইনে সাজার পরিমান
ধারা-৭০ কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে	উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন	The Penal Code, 1860 Section-325/326 Voluntarily causing grievous hurt	Section-325 Imprisonment of either description for 7 years, and fine. Section-326 Transportation for life, Imprisonment of either description for 10 years, and fine.
ধারা-৭১ কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান	তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩ এর ধারা-১২	যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য

শিশু আইনে উল্লিখিত অপরাধ ও ধারা	শিশু আইনে উল্লিখিত সাজা	ভিন্ন আইনের নাম ও ধারা	ভিন্ন আইনে সাজার পরিমান
অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান বা দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন	উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন		কোন অংগ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।
ধারা-৭২ শিশুর দেখাশুনার দায়িত্বে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে যদি প্রকাশ্য স্থানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই কারণে যদি তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হন	তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ধারা-৪২(১)	অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
ধারা-৮০ শিশুকে শোষণের দণ্ড (শ্রম শোষণ)	উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।	মানব পাচার প্রতিরোধ ও অপরাধ দমন আইন, ২০১২, ধারা -৩ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ	মানব পাচার অপরাধ সংঘটনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শিশু আইনে উল্লিখিত অপরাধ ও ধারা	শিশু আইনে উল্লিখিত সাজা	ভিন্ন আইনের নাম ও ধারা	ভিন্ন আইনে সাজার পরিমান
		বা নিপীড়নের (exploitation) উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন বা স্থানান্তর, চালান বা আটক করা বা লুকাইয়া রাখা বা আশ্রয় দেওয়া (harbour)।	
ধারা-৮১ বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়	কোন ব্যক্তি অপরাধী হলে ১ বছর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। কোম্পানি হলে লাইসেন্স অনধিক ২মাসের জন্য স্থগিত সহ অনধিক ২লক্ষ টাকা জরিমানা	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা-২৫	অনধিক ৫বছর কারাদন্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।
ধারা- ৮৩ কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন মামলার কার্যক্রমে কোন	২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরন অনাদায়ে অনধিক ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড	The Penal Code, 1860 এর ধারা-২১১	২ বছর পযন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা

শিশু আইনে উল্লিখিত অপরাধ ও ধারা	শিশু আইনে উল্লিখিত সাজা	ভিন্ন আইনের নাম ও ধারা	ভিন্ন আইনে সাজার পরিমান
আদালতে কোন শিশুর সম্পর্কে যদি এমন কোন তথ্য প্রকাশ করেন যাহা মিথ্যা, বিরক্তিকর বা তুচ্ছ প্রকৃতির		ক্ষতিগ্রস্থ করার মানসে মিথ্যা অভিযোগ করা ধারা ২০৩:সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান	৭ বছর পযন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা ২ বছর পযন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই

এছাড়াও, এই আইনের ধারা-৭৬ অনুসারে কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুর নিকট হতে কোনো দ্রব্য, তা উক্ত শিশুর পক্ষ হতে বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রদেয় হোক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করলে তা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। বিধানটি আইনগত ও বৈধ অভিভাবক কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

৬.১৪. বিধিমালার অভাব:

- 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ১৯(১) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আদালত কক্ষের ধরন, সাজসজ্জা ও আসন বিন্যাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- ৩১(১) ধারায় বলা হয়েছে যে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু-আদালতে হাজির করিবার অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রবেশন কর্মকর্তা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শিশু-আদালতে একটি সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং উহার অনুলিপি নিকটস্থ বোর্ড-এ ও অধিদপ্তরে দাখিল করবেন।
- ৪৮(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে বিকল্প পন্থা (Diversion) গ্রহণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- ৫০(১) ধারায় বলা হয়েছে যে এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বিকল্প পন্থা গ্রহণ ও সমাপ্ত করতে হবে।
- ৫১ ধারায় বলা হয়েছে যে বিকল্প পন্থার (Diversion) শর্ত ভঙ্গ বা বিকল্প পন্থা (Diversion) সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই।

- ৬০ ধারায় বলা হয়েছে যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি বা নীতিমালার আলোকে, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার লক্ষ্যে, নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অনুমতি প্রদান করতে পারবে।

এছাড়াও আইনটির আরো বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে যার প্রয়োগ এ সংক্রান্ত বিধির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আইনটি প্রণয়নের পর প্রায় ১২ বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি কোনো বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। ফলে আইনটির যে বিষয়াদি বিধির উপর নির্ভরশীল, তা প্রয়োগে অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং এর ফলে আইনটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

৭. কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহ:

আইন কমিশন কর্তৃক পরিচালিত 'শিশু আইন, ২০১৩: সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি' শীর্ষক গবেষণা এবং অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে আইনটি আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ সুপারিশ করছে–

৭.১. ধারা ২(৭) এ 'নিরাপদ স্থান' এর পর 'Safe Home' এর পরিবর্তে `Place of Safety' প্রতিস্থাপন করা।

৭.২. ধারা ২(৭)এ সংজ্ঞায়িত এবং ধারা ৫৯ ও ৬০ এর অধীন নিরাপদ স্থান প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে আদালতে উপস্থাপনের পূর্বে বা আদালতের আদেশমতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্বে বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হতে আদালতে উপস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে প্রয়োজনবোধে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোন স্থাপনায় সাময়িকভাবে পৃথক ব্যবস্থাপনায় রাখার বিধান করা।

৭.৩. ধারা ২(৯) এ 'প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer)' এর পরিবর্তে 'শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা (Child Protection Officer)' প্রতিস্থাপন করা। একইভাবে ধারা ৫ এ উল্লিখিত প্রবেশন কর্মকর্তার স্থলে 'শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা (Child Protection Officer)' প্রতিস্থাপন করা। এছাড়া এই আইনের যেসকল ধারায় প্রবেশন কর্মকর্তার কথা উল্লেখ রয়েছে তা পরিবর্তন করে 'শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা' করা।

৭.৪. সপ্তম অধ্যায়ে নিম্নরূপ বিষয় সম্পর্কিত বিধান করা –

শিশু আদালতে মামলা পরিচালনার সুবিধার্থে প্রত্যেক শিশু আদালতের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা (Case Conducting Officer)' নিয়োগের বিধান করা।

৭.৫. ধারা ২(১৬ক) এর 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' এর পরিবর্তে 'বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' প্রতিস্থাপন করা।

৭.৬. ধারা ৪ এ শিশুর সংজ্ঞায় ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তি শিশু মর্মে প্রতিস্থাপন করা।

৭.৭. ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত শিশু কল্যাণ বোর্ড এর তালিকায় মেট্রোপলিটন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকার জন্য পৃথক শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠণ করা।

৭.৮. ধারা ২ এ অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে অপরাধসমূহকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা–

ক) লঘু অপরাধ - অনূর্ধ্ব ৩ বছর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য যেকোনো অপরাধ।

খ) গুরুতর অপরাধ – ৩ বছরের উর্ধ্ব হতে অনূর্ধ ৭ বছর পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য যেকোনো অপরাধ।

গ) জঘন্য বা ঘৃণ্য অপরাধ - ৭ বছরের উর্ধ্ব হতে যেকোনো মেয়াদের শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ।

৭.৯. শিশু আদালতের গঠন: ধারা ১৬ সংশোধন করে প্রত্যেক জেলার জন্য পৃথকভাবে এক বা একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (শিশু) এবং শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করা। উক্ত আদালতসমূহের স্ব স্ব বিচারিক এখতিয়ার অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালত হবে মর্মে বিধান করা।

৭.১০. আমলী আদালত: ধারা ২ এ আমলী আদালতের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা। আমলী আদালত বলতে 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ করার এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা বিশেষ আইনের অধীন এখতিয়ারসম্পন্ন বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.১১. আমলী আদালত এর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা। উক্ত অধ্যায়ে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে বিচারপূর্ব পর্যায়ে নালিশী অভিযোগ গ্রহণ, জামিন, শিশুর বয়স নির্ধারণ এবং যেকোনো ধরণের আবেদন গ্রহণ, শুনানী ও নিষ্পত্তিসহ অপরাধ আমলে গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক শিশু আমলী আদালত প্রতিষ্ঠা, যা অপরাধ আমলে গ্রহণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন একজন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর অধীন পরিচালিত হবে মর্মে বিধান করা।

একই মামলায় আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে উভয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শিশু আমলী আদালত আমলে গ্রহণ করে বিচারের জন্য প্রস্তুতঅন্তে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর মামলা উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন শিশু আদালতে ও প্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তের মামলা উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত/ ট্রাইব্যুনাল/বিশেষ আদালতে প্রেরণের বিধান করা। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র শিশুর বিরুদ্ধে দাখিলকৃত বা একই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর বিরুদ্ধে একত্রে দাখিলকৃত নালিশী দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন শিশু আমলী আদালতে দাখিলের বিধান করা।

তবে বিশেষ আইনসমূহের ক্ষেত্রে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিরুদ্ধে নালিশী মামলা দায়ের বা অপরাধ আমলে গ্রহণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে বর্ণিত বিধানাবলী প্রযোজ্য করা। সেক্ষেত্রে উক্ত আদালত শিশু আমলী আদালতের অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন হবে মর্মে বিধান করা।

৭.১২. ধারা ২(৪) এ 'আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (Children in Contact with Law)' এর সংজ্ঞা হতে 'বা সাক্ষী' বিয়োজন করা।

৭.১৩. ধারা ২১ এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে ইতোপূর্বে শিশু-আদালত কর্তৃক শিশু মর্মে ঘোষণা করার পর কোন সন্দেহাতীত প্রমাণ দ্বারা তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে প্রমাণ করা হলে, সংশ্লিষ্ট শিশুর বয়স সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্বের মতামত পরিবর্তনের বিধান করা।

৭.১৪. পঞ্চম অধ্যায়ে নিম্নরূপ বিষয় সম্পর্কিত বিধান করা-

অপরাধ সংঘটনের সময় যদি শিশুর বয়স ১৬ - <১৮ বছর হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ জঘন্য বা ঘৃণ্য প্রকৃতির হলে বা অপরাধটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত হলে, উক্ত শিশুর বিচার কার্যক্রম প্রাপ্তবয়স্ক আসামির অনুরূপ নিয়মিত আদালতে সম্পন্নের বিধান করা। কোন কোন অপরাধের জন্য শিশু আইনের সুবিধাসমূহ সীমিত করা হবে তা প্রয়োজনে ভিন্নভাবে তফসিলে উল্লেখের বিধান করা।

৭.১৫. ধারা ৪৬ এর অধীন তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তা (প্রস্তাবিত শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা) বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং অনুরূপভাবে, শিশুর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণকালে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উপরোক্ত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে জবানবন্দী গ্রহণের বিধান করা।

৭.১৬. ধারা ৫২(৪) এর অধীন শিশুকে গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের প্রয়োজন হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশু আমলী আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে উপস্থিত করার বিধান করা।

৭.১৭. ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নরূপ বিষয় সম্পর্কিত বিধান করা -

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বিষয়ে থানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত যেকোনো কার্যধারা সংশ্লিষ্ট শিশু আমলী আদালতকে অবহিত করার বিধান সংযোজন করা।

৭.১৮. ধারা ৩৪(৩) এ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর বয়স ১৮ বছর হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে সংশ্লিষ্ট কারাগারে প্রেরণপূর্বক শিশু আদালতকে অবহিত করার বিধান করা।

৭.১৯. নবম অধ্যায়ের ধারা ৭০ হতে ৮৩ এ বর্ণিত অপরাধসমূহের সাজা প্রচলিত অন্যান্য আইনে উল্লিখিত সাজার পরিমাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

৭.২০. ধারা ৯৫ এর অধীন অতিসত্বর বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং উক্তরূপ বিধিমালা প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত আদালত বা সংশ্লিষ্টগণ স্বীয় বিবেচনা মোতাবেক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে বিধান করা।

৮. উপসংহার

‘শিশু আইন, ২০১৩’ নিঃসন্দেহে একটি অগ্রসরধর্মী ও শিশুবান্ধব আইন। তবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন সংশয়, অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি এই আইনটির লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আইনের ভাষাগত স্পষ্টতা, বিচারিক ও প্রশাসনিক সমন্বয় এবং বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।